সয়াবীনের উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

 সয়াবীন দোআঁশ, বেলে দোআঁশ ও এটেল দোআঁশ মাটিতে চাষের জন্য উপযোগী। খরিফ বা বর্ষা মৌসুমে জমি অবশ্যই উঁচু ও পানি নিকাশ সম্পন্ন হতে হবে। রবি মৌসুমে মাঝারি নিচু জমিতেও চাষ করা যায়।

জমি তৈরি

 মাটির প্রকারভেদে জমিতে ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালভাবে ঝুরঝুরে ও আগাছা মুক্ত করে বীজ বপন করতে হবে।

বপনের সময়

 বাংলাদেশে শীত (রবি) ও বর্ষা (খরিফ) উভয় মৌসুমেই সয়াবীন বপন করা যায়। পৌষ মাসে মধ্য-ডিসেম্বর থেকে মধ্য জানুয়ারি) বপন করা ভাল। বর্ষা মৌসুমে শ্রাবণ থেকে মধ্য ভাদ্র মাস পর্যমত্ম মধ্য জুলাই থেকে আগস্ট) বপন করা ভাল।

বপনের পদ্ধতি

 সয়াবীন সারিতে বপন করা উত্তম। তবে কলাই বা মুগ ডালের মত ছিটিয়েও বপন করা যায়। সারিতে বপন করলে সারি থেকে সারির দূরত্ব ররি মৌসুমে ৩০ সেমি এবং খরিফ মৌসুমে ৪০ সেমি রাখতে হয়। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৫-৬ সেমি রাখতে হয়।

সারের পরিমাণ

সয়াবীনের জমিতে প্রয়োগের জন্য সার সুপারিশ নিমণরূপ।

|  |  |
| --- | --- |
| সারের নাম | সারের পরিমাণ/হেক্টর |
| ইউরিয়া | ৫০-৬০ কেজি |
| টিএসপি | ১৫০-১৭৫ কেজি |
| এমপি | ১০০-১২০ কেজি |
| জিপসাম | ৮০-১১৫ কেজি |

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

 সবটুকু সার ছিটিয়ে শেষ চাষের সময় জমিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

অণুজীব সার প্রয়োগ

 এক কেজি বীজের মধ্যে ৬৫-৭৫ গ্রাম অণুজীব সার ছিটিয়ে দিয়ে ভালভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে। এই বীজ সাথে সাথে বপন করতে হবে। অণুজীব সার ব্যবহার করলে সাধারণত ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হয় না।

পানি সেচ

 প্রথম সেচ বীজ বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে (ফুল ধরার সময়) এবং দ্বিতীয় সেচ বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে (শুটি গঠনের সময়) দিতে হবে।

অমত্মর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

 চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে। প্রতি বর্গমিটারে রবি মৌসুমে ৫০-৬০ টি এবং খরিফ মৌসুমে ৪০-৫০ টি গাছ রাখা উত্তম।

পরিপক্কতা ও ফসল সংগ্রহ

 সয়াবীন বীজ বপন থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত ৯০-১২০ দিন সময় লাগে। ফসল পরিপক্ক হলে শুটিসহ গাছ হলদে হয়ে আসে এবং পাতা ঝরে পড়তে শুরু করে। এ সময় গাছ কেটে ফসল সংগ্রহ করতে হয়।